বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

২৯/১, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১৮১৬২১, ফ্যাক্স: ৮১৮১৬২৯
ওয়েবসাইট: www.ugc.gov.bd, ই-মেইল: private.ugc@gmail.com

স্মারক নং ঃ ইউজিসি/বেঃবিঃ/৫৫৩(০১)/২০১০/ ২৫৬৪

তারিখ: ০৬ চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ
২০ মার্চ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রফেসর ড. এম. আর. খান
প্রতিষ্ঠাতা
সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি
প্লট নং এ/৫, ব্লক - ডি, মিরপুর ১৪, ঢাকা।

বিষয় ঃ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি অস্থায়ীভাবে স্থাপন ও পরিচালনার সাময়িক অনুমতি প্রদান

জনাব,

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৭(১) ও ৭(২) অনুযায়ী সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি অস্থায়ীভাবে স্থাপন ও পরিচালনার নিমিত্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৪/০২/২০১৬ তারিখে ইস্যুকৃত ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.২২.০০১.১৪-১৫৭ নং পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর লক্ষে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবেঃ

(১) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৬(১) ও ১৪(ক) অনুযায়ী শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ট্রাস্ট এ্যাক্ট ১৮৮২ অনুযায়ী বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠন এবং সোসাইটিজ এ্যাক্ট ১৮৬০ অনুযায়ী নিবন্ধন করতে হবে।

(২) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৩১, ৩২ ও ৩৩ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার নিয়োগের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি তথা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলরের নিকট প্যানেল প্রস্তাব পাঠাতে হবে।

(৩) ধারা ৬(২) অনুযায়ী প্রোগ্রাম/কোর্স পরিচালনার জন্য শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, সেমিনার, সভাকক্ষ, অফিস কক্ষ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) **কমিশনের অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ভর্তির যোগ্যতা অবশ্যই মেনে চলতে হবে (কপি সংযুক্ত)।**

(৫) ধারা ৯(৪) অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত পূর্ণকালীন শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম শতকরা ৬ ভাগ তন্মধ্যে ৩ ভাগ আসন মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং শতকরা ৩ ভাগ আসন প্রত্যন্ত অনুন্নত অঞ্চলের মেধাবী অথচ দরিদ্র শিক্ষার্থীকে টিউশন ফি ও অন্যান্য ফি ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করতে হবে এবং যথাসময়ে এইরূপ শিক্ষার্থীদের তালিকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে দাখিল করতে হবে।

(৬) **ধারা ৬ (৪) অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ৩টি অনুষদের অধীনে অন্যূন ৬টি বিভাগ পরিচালনা করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিপূর্বক কোন্ কোন্ বিভাগের অধীনে কি কি প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হবে তার তালিকা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।**

(৭) ধারা ৬ (৮) অনুযায়ী এই মুহূর্তে যে সকল প্রোগ্রাম/কোর্স পরিচালনা করতে ইচ্ছুক সে সকল প্রোগ্রামের সিলেবাস/কোর্স কারিকুলাম প্রণয়নপূর্বক **প্রতিটি সিলেবাসের ৩টি করে কপি(দু'টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থাকবে না)** কমিশনে প্রেরণ করে নিয়মানুযায়ী ইউজিসি'র অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। **উল্লেখ্য যে, প্রতিটি প্রোগ্রাম/কোর্সের সিলেবাসের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ফি বাবদ {স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের (কলা ও সামাজিক বিজ্ঞানে ২৫,০০০/-, ব্যবসায় প্রশাসনে ৪০,০০০/-, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং প্রকৌশলে ৫০,০০০/-, অন্যান্য প্রোগ্রামে ৩০,০০০/-), ৬ মাস-১ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা/পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমায় ২০,০০০/-এবং ৩-৬ মাস মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য ১৫,০০০/- টাকার } ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার কমিশনের সচিব বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।**

(৮) ধারা ৬(৬) অনুযায়ী প্রোগ্রাম/কোর্স পরিচালনার জন্য নির্ধারিত সংখ্যক পূর্ণকালীন শিক্ষক (কমিশনের শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা অনুযায়ী) নিয়োগ দিতে হবে এবং তাদের সম্মতিপত্র প্রদান করতে হবে।

(৯) প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে।

(১০) ল্যাবরেটরি ভিত্তিক প্রোগ্রাম পরিচালনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি যথাসময়ে স্থাপন করতে হবে এবং কমিশনের (পরিদর্শন সাপেক্ষে) অনুমোদন নিতে হবে।

(১১) ধারা ৬(৯) অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে সংরক্ষিত তহবিল (Reserved Fund) হিসেবে অন্যূন ৫ কোটি (পাঁচ কোটি) টাকা যে কোন বাণিজ্যিক তফসিলী ব্যাংকে এফডিআর হিসেবে জমা রাখতে হবে এবং সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এফডিআরটি বা এর লভ্যাংশ উত্তোলন করা যাবে না। এছাড়াও এফডিআরটি auto renewal হতে হবে।

(১২) ধারা ৯(৫) অনুযায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের চলাফেরা, শিক্ষা কার্যক্রম ও জীবনের নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৩) **বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক আরোপিত শর্তসমূহ অবশ্যই পূরণ করতে হবে।**

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২। বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী পরবর্তীতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করে কমিশনকে অবহিত করতে হবেঃ

(১) ধারা ১৪ এর বিধান ও ১৭ এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথভাবে সিন্ডিকেট গঠন করতে হবে। সরকার ও কমিশন কর্তৃক মনোনীত সদস্য পরবর্তীতে দেয়া হবে।
(২) ধারা ১৪ এর বিধান ও ১৯ এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী একাডেমিক কাউন্সিল গঠন করতে হবে।
(৩) ধারা ১৪ এর বিধান ও ২৪ এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী পাঠক্রম কমিটি গঠন করতে হবে।
(৪) ধারা ১৪ এর বিধান ও ২৫ এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী অর্থ কমিটি গঠন করতে হবে।
(৫) ধারা ১৪ এর বিধান ও ২৭ এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ কমিটি গঠন করতে হবে।
(৬) ধারা ১৪ এর বিধান ও ২৮ এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী শৃঙ্খলা কমিটি গঠন করতে হবে।
(৭) ধারা ২৯ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার ছাড়াও অন্যান্য সকল কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে।
(৮) ধারা ৩৪ এর নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি গঠন করতে হবে।
(৯) বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ করতে হলে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে নিয়োগদান করতে হবে।
(১০) ধারা ৩৬ এর নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার অভ্যন্তরীণ গুণগতমান নিশ্চিতকরণ সেল বা ইউনিট গঠন করতে হবে।
(১১) ধারা ৪২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মানদন্ডে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শিক্ষার্থী ফি কাঠামো প্রস্তুত করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে অবহিত করতে হবে।
(১২) ধারা ৪৩ অনুযায়ী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য উপর্যুক্ত বেতন কাঠামো ও চাকুরী প্রবিধানমালা প্রস্তুত করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে অবহিত করতে হবে।
(১৩) ধারা ৪৪ অনুযায়ী একটি সাধারণ তহবিল (বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে কোন ব্যাংকে একটি হিসাব নম্বর) থাকতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের নিকট হতে সংগৃহীত বেতন, ফি ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত তহবিলে জমা করতে হবে ও সেখান থেকে ব্যয় করতে হবে। ৪৪ ধারার ২-৭ উপ-ধারার সকল শর্ত মেনে সাধারণ তহবিল পরিচালনা করতে হবে।
(১৪) ধারা ৪৫ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ও ব্যয়ের হিসাব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করতে হবে (কমিশন থেকে নির্ধারিত এ ফরমটি সংগ্রহ করা যাবে)।
(১৫) ধারা ৯(৬) অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের ব্যয়খাতে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত একটি অংশ গবেষণার জন্য বরাদ্দপূর্বক উহা ব্যয় করতে হবে।
(১৬) ধারা ৩৭ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এই আইন, বিধি এবং সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রণীত আদেশ ও নীতিমালার আলোকে, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, গবেষণা, প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন সম্পর্কিত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি প্রণয়নপূর্বক বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও সরকারের মাধ্যমে চ্যান্সেলরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
(১৭) ধারা ৪৪(৫) অনুযায়ী কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা উহার পক্ষে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান চ্যান্সেলরের পূর্বানুমোদন ব্যতীত দেশের বাইরে কোন উৎস হতে কোন তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে না। তবে ধারা ৪১ এর ১-৬ উপ-ধারা অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহ করা যাবে।
(১৮) শিক্ষার্থী প্রতি শিক্ষায়তনিক পরিসর ন্যূনতম ৫০ বর্গফুট হতে হবে।

৩। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপরোক্ত আরোপিত শর্তসমূহ যথাযথভাবে পূরণ করা হলে পরিদর্শন সাপেক্ষে কমিশন কর্তৃক নিয়মানুযায়ী আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার অনুমোদন প্রদান করা হবে।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে,

26-06-2016

সংলগ্নী ঃ বর্ণনা মতে।

জেসমিন পারভীন
উপ পরিচালক
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ
ফোন : ৮১৮১৫৮৫
ই-মেইল : jesminugc@yahoo.com

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণ: জনাব লায়লা আরজুমান্দ বানু, উপ-সচিব, বিশ্ঃ-১)।
২. চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব (উপ সচিব), ইউজিসি, ঢাকা।
৩. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সচিব মহোদয়ের দপ্তর, ইউজিসি, ঢাকা।
৪. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গর্ডি ফাইল, ইউজিসি, ঢাকা।
৫. সংশ্লিষ্ট নথি।
৬. মহানথি।

Shahnaz 23.03.16
শাহনাজ সুলতানা
সহকারি পরিচালক
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ